বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
(নিয়োগ শাখা)

সার্কুলার নম্বর.....০৫./২০১৬ এ, তারিখঃ ২০/০৯/২০১৬ খ্রি.।

বিষয়ঃ **কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কারাবন্দিদের অর্থদণ্ড পরিশোধ সহজীকরণ সংক্রান্ত।**

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় এর গোচরীভূত হয়েছে যে, সাধারণত অর্থদণ্ডসহ কারাদণ্ড প্রাপ্ত কারাবন্দিরা বিধি অনুযায়ী কারাদণ্ড ভোগ করাকালীন কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে অথবা শেষ হওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে অর্থদণ্ড পরিশোধে আগ্রহী হন। বিদ্যমান Jail Code এর বিধান অনুযায়ী কারা কর্তৃপক্ষ বরাবর অর্থদণ্ড সরাসরি পরিশোধের সুযোগ না থাকায় সাজাপ্রাপ্ত অধিকাংশ কারাবন্দির প্রতিনিধি অথবা নিকটাত্মীয়দের পক্ষে আদালতে গিয়ে অর্থদণ্ড পরিশোধ করা সহজসাধ্য হয় না। অনেকক্ষেত্রে আইনজীবীর শরণাপন্ন হতে হয়; মামলার নথি তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না; ক্ষেত্রভেদে উর্ধ্বতন আদালতে প্রেরণের কারণে নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে সংরক্ষিত থাকে না। এসব কারণে সহজে অর্থদণ্ড পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। আবার, দণ্ডপ্রদানকারী আদালত হতে কারাবন্দি দূরবর্তী ভিন্ন জেলার কোনো কারাগারে আটক থাকলে অথবা তাঁর আত্মীয়স্বজন দূরবর্তী স্থানে বসবাস করলে অর্থদণ্ড পরিশোধ কষ্টসাধ্য, সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। বর্ণিত জটিলতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কারাবন্দিরা সময়মত অর্থদণ্ড পরিশোধ করতে না পেরে অতিরিক্ত কারাদণ্ড ভোগ করেন। এর ফলে বন্দির কারাবাস দীর্ঘায়িত হয়, সরকারের ব্যয় বাড়ে এবং কারাগারে কারাবন্দিদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানাবিধ জটিলতা তৈরি হয়।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Rules, 1973 এর Chapter-IIIB এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কারাবন্দিদের অর্থদন্ড পরিশোধ সহজীকরণের নিমিত্ত নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ-

(ক) কোনো আদালত কর্তৃক কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড একত্রে আরোপ করা হলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর প্রতিনিধি অথবা নিকটাত্মীয় আরোপিত অর্থদণ্ড কারাদণ্ড ভোগের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা পরে যে কোনো সময় সংশ্লিষ্ট আদালতের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে (রায় প্রদানকারী আদালত যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার বা যে জেলার কারাগারে আসামী অবস্থান করছেন সেই জেলার ব্যাংকে) ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে পারবেন। অর্থদণ্ড জমাদানের জন্য ট্রেজারী চালানের কোড নম্বর নিম্নরূপ-

অর্থদন্ড আরোপকারী আদালতের নাম	কোড নম্বর
দায়রা/সমপর্যায়ের আদালত	১-২১৪১-০০০০-১৯০১
চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসী	১-২১০৭-০০০০-১৯০১
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী	১-২১০৮-০০০০-১৯০১

(খ) অর্থদণ্ড ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমাদানের পর ট্রেজারী চালানের কপি কারাবন্দি যে কারাগারে কারাদণ্ড ভোগ করছেন সরাসরি সেই কারা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ ট্রেজারী চালানটি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে অনলাইনে/টেলিফোনের মাধ্যমে চালানটির সঠিকতা এবং সাজা পরোয়ানায় উল্লিখিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ যাচাই করবেন। এক্ষেত্রে আরোপিত সমুদয় অর্থদণ্ড পরিশোধিত হয়েছে মর্মে কারা কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হলে বিধি মোতাবেক কারাবন্দিকে মুক্তি প্রদান করবেন এবং অর্থদণ্ড পরিশোধ ও কারাবন্দির মুক্তি প্রদানের বিষয়টি বিচারিক আদালতকে অবহিত করবেন।

৩। এই সার্কুলার জারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ফুল কোর্ট সভার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাঃ
(আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন)
রেজিস্ট্রার

স্মারক নং ৬৫৭৮ (১৮) এ, তারিখঃ ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। ইন্সপেকটর জেনারেল অব প্রিজন, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। [সার্কুলারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ]
২। জেলা ও দায়রা জজ, ----------(সকল)
[নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সার্কুলারটির কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
৩। মহানগর দায়রা জজ আদালত----------(সকল)
[নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সার্কুলারটির কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
৪। বিচারক(জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ----------(সকল)
৫। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,----------(সকল)
৬। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,----------(সকল)
৭। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল,----------(সকল)
৮। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----------(সকল)
৯। বিচারক (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ----------(সকল)
১০। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), ----------(সকল)
১১। বিচারক(জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা। ----------(সকল)
[নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সার্কুলারটির কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
১২। সদস্য(জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,----------(সকল)
১৩। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), কোর্ট অব সেটেলমেন্ট,----------(সকল)
১৪। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)
[নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সার্কুলারটির কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
১৫। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)
[নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে সার্কুলারটির কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা [সকল ট্রেজারী শাখাকে উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের অনুরোধসহ]
১৭। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার---------- -(সকল)
১৮। সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি----------(সকল)
[সমিতির সকল বিজ্ঞ আইনজীবীকে সার্কুলারটির কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।]
১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।

২০/৯/১৬

(মোঃ আজিজুল হক)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার)
ফোনঃ ৯৫৬৬৮২৬
ই-মেইলঃ aziz_dr@supremecourt.gov.bd